টেবিল : ১
গবেষণা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক (ধরণ: ঢিবি) :

মৌজা	ইউনিয়ন	নথি-ভূক্ত-করণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ণনা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
দিঘীর পাড়	ভোঁপাড়া	নঁওগা. আত্রাই. ০১	দিঘীর পাড় দ্বীপ বা ঢিবি (মানচিত্র-৬)	২৪°৩৭´৫০.৭´´ উত্তর ৮৯°০৩´৫০.৩´´ পূর্ব	দিঘীর পাড় ঢিবিটি মোটামুটিভাবে বেশ উঁচু একটি ঢিবি। আশেপাশের সমতল ভূমি থেকে ঢিবিটির উচ্চতা প্রায় ০৮ মিটারের মতো। ঢিবিটির আকৃতি অনেকটা গোলাকার ধরণের। তবে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকটা একটু বেশী প্রশস্থ। পূর্ব পশ্চিমে ঢিবিটি প্রায় ৬৫/৭০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫৫/৬০ মিটার। ঢিবির মধ্যে ও এর আশে পাশে বিক্ষিপ্ত ও নিয়মিত ইটের দেয়াল উন্মুক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। দেয়াল নির্মাণে মর্টার (mortar) হিসেবে মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢিবিটিতে অনেক বেশী পরিমাণে ইট দেখতে পাওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত একটি ইটের আয়তন হল (২২ x ২২ x ৬ ঘন সেঃ মিঃ)। ঢিবিটির উপরিভাগ সবুজ ঘাসে ঢাকা, তবে ঘাসের নিচে ইটের উপস্থিতির কারণে ঢিবির উপর গর্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য। ঢিবির পূর্বদিকে লাগোয়া অবস্থায় রয়েছে একটি পুকুর। পুকুরটি সংস্কার করার সময় কাদার মধ্যে একটি ৭০/৮০ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি কালোপাথরের সূর্য দেবতার মূর্তি পাওয়া যায়।	প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি	খ্রি. ৭ম-খ্রি. ১০ শতক	ঢিবির মধ্যে কি আছে বা কি ধরণের স্থাপনা আছে তা বলা না গেলেও দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু ধর্মের অনুসারী অনেকে এ স্থানটিতে এসে পূজা করে যায় এবং দুধ ঢেলে মানত করে। তারা মনে করে পূর্বে এখানে তাদের কোন দেবতার মন্দির ছিল।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথি-ভূক্ত-করণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ণনা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
নৈদিঘী	ভোঁপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.০২	নৈদিঘী ঢিবি (মানচিত্র-৭)	২৪°৩৭´০৬.৮´´ উত্তর ৮৯°০৩´১১.১´´ পূর্ব।	স্থানীয়ভাবে ঢিবিটি নৈদিঘী দ্বীপ নামে পরিচিত। ঢিবিটির শুধুমাত্র উত্তর পাশ ব্যতিত তিন দিকেই অনেকখানি করে কেটে ফেলা হয়েছে। ঢিবির চারপাশে এবং উপরে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং বেশ কয়েকটি স্থানে ইটের কাঠামোর অংশ বিশেষ উম্মুক্ত হয়ে থাকতে দেখা যায়। এখানে প্রাপ্ত ইটের দেয়ালগুলোতে সম্পূর্ণ ইটের পাশাপাশি ছোট ও ভাঙ্গা ইটের ব্যবহার দেখা যায়। ইটের কাঠামো নির্মাণে মর্টার (mortar) হিসেবে মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত একটি ইটের আয়তন হল (২২ x ২২ x ৬ ঘন সেঃ মিঃ)। ঢিবির একেবারে চুড়া পর্যন্ত এর উচ্চতা প্রায় ৫ মিটারের মতো। পূর্ব পশ্চিমে মূল ঢিবিটি প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব পাশের কেটে ফেলা অংশসহ প্রায় ৮৫ মিটার। উত্তর-দক্ষিণে এটি প্রায় ৪০ মিটার দীর্ঘ এবং উত্তর দিকের ৩৫ মিটার কেটে ফেলা অংশ ও দক্ষিণ পশের প্রায় ৩০ মিটার কেটে ফেলা অংশসহ ঢিবিটি প্রায় ১০৫ মিটার দীর্ঘ।	প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি	খ্রি. ৭ম-খ্রি. ১০ শতক	ঢিবির অংশ কেটে নিচু করে ফসলি জমি তৈরী করা হয়েছে। ঢিবির পূর্ব পাশটা কাঁটা হয়েছে বেশী। এছাড়া ঢিবির উপরিভাগ কেটে সমান করা হয়েছে। বর্তমানে উপরিভাগ কৃষি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হয়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথি-ভূক্ত-করণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ণনা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বোয়ালিয়া	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.০৩	নবাবের তাম্বু ঢিবি/মসজিদ তলা (মানচিত্র-৮)	২৪°৩৪´৪৩.০´´ উত্তর ৮৯°০০´০৬.৬´´ পূর্ব।	স্থানটি মসজিদ তলা নামেও স্থানীয়ভাবে পরিচিত। স্থানটির আয়তন উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩০ মিটার। আশেপাশের সমতল ভূমি থেকে কিছুটা উঁচু। তবে সম্পূর্ণ অংশের মধ্যে ছোট একটি উঁচু ঢিবির মতো রয়েছে, সেটি প্রায় ১ থেকে ১.৫ মিটার উঁচু। এই উঁচু স্থানটি বেশ ক্ষতিগ্রস্থ। চারিদিক থেকে মাটি সরে যাওয়ার কারণে স্থানটির চারিদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে ইটের কাঠামোর অংশবিশেষ। বিশেষ করে উঁচু ঢিবির পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে পুরাতন ইটের কাঠামোর অংশবিশেষ বেশী দৃশ্যমান হয়। এছাড়া উঁচু ঢিবির পশ্চিম দিকে ভূমির ভেতর বেশ কয়েকটি স্থানে নিয়মিত ইটের কাঠামোর চিহ্ন তথা ইটের দেয়ালের অংশ উন্মুক্তভাবে দেখা যায়। পুরো ঢিবির উপর অসংখ্য ইটের টুকরা বিক্ষিপ্তভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত ইটগুলো পাতলা ধরণের, এগুলোর পুরুত্ব প্রায় ৫.৬ সেঃ মি। ইটের দেয়াল তৈরীতে মর্টার হিসেবে মাটি ব্যবহার করা হয়েছে।	স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি	খ্রি. ১২শতক-খ্রি. ১৭ শতক	বলা হয়ে থাকে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার নবাব আত্রাই নদী পথে এখানে এসে যাত্রা বিরতি করেন এবং তাম্বু (তাবু) টানেন। তখন থেকে এ স্থানের নাম হয় নবাবের তাম্বু। এটি মসজিদ তলা নামেও স্থানীয়ভাবে পরিচিত।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথি-ভূক্ত-করণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ণনা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
জয়সাড়া	পাচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.০৪	মসজিদ তলা ঢিবি (মানচিত্র-৯)	২৪°৩৫´২২.৫´´ উত্তর ৮৮°৫৯´৪১.৫´´ পূর্ব	মসজিদ তলা ঢিবিটি একটি স্থাপত্যিক কাঠামো সম্বলিত ঢিবি। ঢিবির বর্তমান দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২০ মিটার এবং উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৩০ মিটারের মতো। ঢিবিটি আশেপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১ মিটারের মতো উঁচু হবে। ঢিবির দক্ষিণ পাশের উঁচু স্থানে একটি দেয়ালের অংশবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে যে ইটগুলি সারিবদ্ধভাবে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো বর্গাকার ধরনের এবং এর প্রত্যেক বাহুর পরিমান ১৬ সে.মি.। এছাড়া এখানে ভগ্ন ইটও দেখা যায়। উন্মুক্ত দেয়ালের আশেপাশে অনেক ইটের ভগ্নাংশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া দেয়ালের পূর্ব পাশে আরো একটি দেয়ালের মতো দেখা যায় তবে তা অস্পষ্ট। ঢিবির উত্তর পাশের অংশটি বেশি উঁচু। এখানে অনেক ইট এক সাথে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাতলা চ্যাপ্টা ধরনের ইটগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।	স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি	খ্রি. ১২শতক-খ্রি. ১৭ শতক	এর অনেকটা অংশ বর্তমানে কেটে ফেলে বাঁশ ঝাড় লাগানো হয়েছে। এর উপরের অংশ সম্পূর্ণভাবে সমতল করে গরু বাঁধার জায়গা তৈরী করা হয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথি-ভুক্ত-করণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ণনা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
মদমদা	আহসানগঞ্জ	নওগা. আত্রাই.০৫	উঁচা গড় (মানচিত্র-১০)	২৪°৩৬´২৯.৫´´ উত্তর ৮৮°৫৫´৪১.৮´´ পূর্ব	স্থানীয় ভবে উঁচাগড় হিসেবে পরিচিত স্থানটি মূলত একটি পুকুর পাড়। চওড়া ধরনের পাড়ে বর্তমানে একটি বড় ঈদগাঁ মাঠ তৈরী করা হয়েছে। এ স্থানটিতে পূর্বে একটি মসজিদ ছিল বলে অনেকে বলেন। এখানে পাড়ের বিভিন্ন স্থানে সামান্য পরিমাণে ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। উচুঁগড় স্থানটি যে পুকুরের পাড় সে পুকুরটিও বেশ বড় ধরণের এর আয়তন প্রায় ২০০ x ১৯০ বর্গমিটার।	পুকুর পাড়		স্থানীয় লোকজন বর্তমানে এখানে ঈদের নামাজ আদায় করে।

টেবিল : ২

গবেষণা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক (ধরণ: মসজিদ, মাজার, তাজিয়া)

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
মহাদিঘী	ভোঁপাড়া	নওগা. আত্রাই.০৬	চৌধুরীপাড়া এক গম্বুজ মসজিদ (মানচিত্র-১১)	২৪°৩৭´৫৬.১৬´´ উত্তর ৮৮°৫৮´০৬.১৪´´ পূর্ব	মসজিদটি বর্গাকার ধরণের এবং বাইরের দিকে প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ প্রায় ৪ মিটার। মসজিদটির চারকোণায় চারটি অস্টভূজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদ ছাড়িয়ে কিছুটা উপরে উঠে গেছে। বুরুজগুলিতে ব্যান্ড আকৃতির নকশা রয়েছে। মসজিদের গম্বুজটি গোলাকার বড় ধরণের এবং গম্বুজটি একটি অষ্ঠভূজাকৃতির ড্রামের উপর স্থাপিত। ড্রামের মধ্যে মার্লন নকশা রয়েছে। গম্বুজটির উপরে ফিনিয়াল রয়েছে। গম্বুজটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়েছে এবং ভিতরের দিকে গম্বুজের মাঝখানে একটি ফুলের নকশা রয়েছে। মসজিদটির উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে জানালা রয়েছে। জানালা দুটি কয়েকটি আয়াতকার প্যানেল নকশা দ্বারা সাজানো। মসজিদের পূর্বদিকে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে এবং পশ্চিমদিকের দেয়ালে একটি অগভীর মেহেরাব রয়েছে। মেহেরাবের উপর থেকে ছাদ পর্যন্ত ফুল, লতানো গাছ, পাতা ও জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করা। মেহেরাবের উপরের নকশা খুবই সুন্দর ও লাল রং এর আভার মত দেখা যায়।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৬শতক-খ্রি. ১৮ শতক	স্থানীয়ভাবে মসজিদটিতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদটি বর্তমানে নামাজ আদায়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ণনা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ফটোকিয়া	ভোঁপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.০৭	ফটোকিয়া এক গম্বুজ পুরাতন মসজিদ (মানচিত্র-১২)	২৪°৩৬´১৯.৩´´ উত্তর ৮৯°০২´৪২.৯´´ পূর্ব।	ফটোকিয়ায় যে স্থাপত্যিক কাঠামোটি রয়েছে এটি এখন ভগ্নপ্রায়। স্থাপনাটি মূলত একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এই স্থাপনা ভাঙ্গা মঠ হিসেবেও পরিচিত। বর্তমানে মসজিদটির পশ্চিম ও উত্তরদিকের দেয়াল টিকে আছে। পূর্বদিকের অর্ধেক দেয়াল থাকলেও দক্ষিণদিকের সম্পূর্ণভাবে বিলীন। মসজিদটি বর্গাকার ধরণের ছিল এবং এর প্রত্যেক বাহুর পরিমান ছিল প্রায় ৩ মিটার। ভিতরের অংশটিও বর্গাকার এবং প্রত্যেক বাহু ২ মিটার। মসজিদটির পূর্বদিকে একটি প্রবেশ পথ ছিল যার অর্ধেকাংশ এখনো বর্তমান। উত্তরদিকের দেয়ালে একটি জানালা রয়েছে। পশ্চিমদিকের দেয়ালে রয়েছে একটি ছোট মেহরাব। মেহেরাবটির উচ্চতা ১.৩০ মিটার এবং প্রশস্ততা প্রায় ০.৮০ মিটার। স্থাপনাটি চুন-সুরকি নির্মিত। মসজিদটির পূর্বদিকের প্রবেশ পথের যে অংশটুকু টিকে আছে সেখানে বিভিন্ন ধরণের অলংকরণ দেখা যায়।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং অতিমাত্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। মসজিদর পাশে বাঁকা গ্রামের তাজিয়া স্থাপনার মতো একটি স্থাপনা ছিল, যা এখন নেই।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ফটোকিয়া	ভোঁপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.০৭	ফটোকিয়া এক গম্বুজ পুরাতন মসজিদ (মানচিত্র-১২)	২৪°৩৬´১৯.৩´´ উত্তর ৮৯°০২´৪২.৯´´ পূর্ব।	এখানে আর্চ নকশা এবং আর্চের উপর ফুল ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। পশ্চিমদিকের দেয়ালে যে মেহেরাব রয়েছে, সেই মেহেরাবের মধ্যে টবের মধ্যে একটি বড় ধরনের ফুল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। মেহেরাবটি একটি আয়তাকার প্যানেলেরে মধ্যে রয়েছে। মসজিদের উপর গম্বুজটি গোলাকার ধরণের এবং স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে। বাইরের দিকে গম্বুজটি একটি ড্রামের উপর বসানো এবং ড্রামের মধ্যে মার্লন নকশা এবং ড্রামের নিচের দিকে একটি গোলাকার ব্যান্ডের মতো রয়েছে এর মধ্যে ফুল লতা-পাত ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। গম্বুজটি বর্তমানে বটগাছের শিকড় দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদের উত্তরদিকের দেয়ালে একটি ছোট জানালা রয়েছে। জানালাটি কুড়ে ঘরের চালার নকশা দ্বারা অলংকৃত। জানালার উপরের দিকে বহু খাঁজ বিশিষ্ট আর্চ নকশা দেখা যায়। আর্চের উপরে দুইটি পাখির চিত্র রয়েছে। পাখি দুটির মাঝখানে একটি ফুল রয়েছে এবং পাখি দুটি ফুলের দিকে মুখ করে আছে। উত্তরের জানালার বাম পাশে একটি ময়ূরের বড় চিত্র রয়েছে যেখানে ময়ূরটি একটি সাপের লেজ ধরে আছে বা সাপটি খেতে চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং অতিমাত্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। মসজিদর পাশে বাঁকা গ্রামের তাজিয়া স্থাপনার মতো একটি স্থাপনা ছিল, যা এখন নেই।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ইসলাম গাঁথি	বিশা	নঁওগা. আত্রাই.০৮	ইসলাম গাঁথি তিনগম্বুজ মসজিদ (মানচিত্র-১৩)	২৪°৩৫´০৪.২´´ উত্তর ৮৯°০১´৪৭.৩´´ পূর্ব	স্থানীয়ভাবে মসজিদটি মঠ মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। তিনটি গম্বুজেই সমান এবং একই রকম দেখতে। গম্বুজ তিনটি গোলাকার এবং এর উপরে ফিনিয়াল রয়েছে। গম্বুজগুলো একটি ড্রামের উপর নির্মিত এবং চারদিকে মার্লন নকশা দ্বারা সাজানো। আয়তকার মসজিদের বাইরের মাপ হলো ৭.৫ x ৪.৬০ বর্গমিটার এবং ভিতরের পরিমাপ হলো ৬.৫ x ৩.৬ বর্গমিটার। মসজিদের প্রবেশর জন্য তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে একটি মেহেরাব রয়েছে। মেহেরাবটির উচ্চতা ১.৬০ মিটার এবং প্রশস্থতা ০.৭৫ মিটার। উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকে একটি করে জানালা রয়েছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৮শতক-খ্রি. ১৯ শতক	মসজিদটি বেশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের উত্তরদিকে একটি চত্তরের মাঝে তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ হিসেবে পরিচিত) ধরনের স্থাপনা রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ইসলামপুর	বিশা	নঁওগা. আত্রাই.০৯	ইসলামপুর পুরাতন মসজিদ (মানচিত্র-১৪)	২৪°৩৩´২৬.৩´´ উত্তর ৮৯°০৪´৩০.২´´ পূর্ব	মসজিদটি বর্গাকার ধরনের। বাইরের দিকে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্যপ্রায় ৫.২৫ মিটার এবং ভিতরের দিকের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৪.১৫ মিটার। এর দেয়াল প্রায় ১.১০ মিটার চওড়া। মসজিদের পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ রয়েছে। দরজার উচ্চতা ১.১০ মিটার এবং প্রশস্থতা প্রায় ১ মিটার। মসজিদটির দক্ষিণদিকে একটি মাত্র জানালা রয়েছে এবং উত্তরদিকে একটি বদ্ধ কুলঙ্গি রয়েছে। মসজিদের পশ্চিমদিকের দেয়ালে একটি মেহরাব রয়েছে। মসজিদের একমাত্র ডোমটি বেশ বড় ধরণের এবং এর বাইরের দিকে লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ রয়েছে। মজিদের দক্ষিণ দিকে পাতলা, চ্যাপ্টা ধরণের ইট দিয়ে বাঁধানো কয়েকটি কবর রয়েছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৮শতক-খ্রি. ১৯ শতক	মসজিদটি বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে সংস্কার করা হয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পাঁচুপুর	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.১০	মসজিদ তলা প্রত্নস্থান (মানচিত্র-১৫)	২৪°৩৯´০১.৭৬´´ উত্তর ৮৮°৫৯´১৫.১১´´ পূর্ব।	মসজিদ তলা স্থানটিতেবর্তমানে কোন মসজিদ দেখা যায় না, তবে একটি গম্বুজ সম্বলিত ভগ্ন-স্থাপনার অংশ বিশেষ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে স্থাপনাটি পুরাতন মসজিদ হিসেবেই বেশী পরিচিত। স্থাপনাটির পূর্বদিকে একটি প্রবেশ পথ এবং উপরে একটি গম্বুজ। প্রবেশপথটি ০.৭০ মি: চওড়া এবং উচ্চতা প্রায় ১.৭০ মিটার। প্রবেশ পথটির পাশে ও উপরে বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। স্থাপনাটির বাকি অংশ নেই তবে এখানে বক্ষিপ্তভাবে ইট পড়ে থাকতে দেখা যায়। মসজিদ তলা প্রত্নস্থানটিতে দুটি স্থাপনা পাশাপাশি রয়েছে। একটি মসজিদ এবং একটি তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ)। মসজিদের পূর্বদিকে তাজিয়া স্থাপনাটি রয়েছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	তাজিয়া স্থাপনা পাচুপুর ইউনিয়নের বাঁকাতে এবং ইসলামগাঁথিতে দেখা যায়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পাঁচুপুর	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.১০	মসজিদ তলা প্রত্নস্থান (মানচিত্র-১৫)	২৪°৩৯´০১.৭৬´´ উত্তর ৮৮°৫৯´১৫.১১´´ পূর্ব।	তাজিয়া স্থাপনাটি দেখতে বর্গাকার ধরনের এবং প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ প্রায় ২.৩৫ মিটার। স্থাপনাটি দোতালা ধরণের। নিচতলায় চারদিকে একটি দরজার মতো রয়েছে। দরজাগুলোর উচ্চতা প্রায় ১.১০ মিটার এবং প্রশস্তা প্রায় ০.৭০ মিটার, প্রতিটি দরজা একই মাপের। দ্বিতীয় তলায়ও চারটি প্রবেশ পথের মতো রয়েছে। স্থাপনাটির উপরের অংশ দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি করে মোট চারটি চালা রয়েছে। স্থাপনাটির দেয়ালরগুলো ফুল লতাপাতা দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দেয়াল একই ধরনের তবে পূর্বদিকের দেয়ালের কাঠামোগত গঠন একই তবে দেয়াল অলংকরণে বেশ কিছু চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/মসজিদ	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	তাজিয়া স্থাপনা পাচুপুর ইউনিয়নের বাঁকাতে এবং ইসলামগাঁথিতে দেখা যায়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ইসলাম গাঁথি	বিশা	নঁওগা. আত্রাই.১১	ইসলাম গাঁথি তাজিয়া (মানচিত্র-১৬)	২৪°৩৫´০৩.৮´´ উত্তর ৮৯°০১´৪৭.৫´´ পূর্ব।	তাজিয়া স্থাপনাটি বর্গাকার। চারকোণায় চারটি পিলারের মত অংশ বাইরের দিকে উদগত। এর প্রত্যেক বাহুর পরিমান ২.২০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ১০ মিটারের মতো। চারস্তর বিশিষ্ট স্থাপনাটি মূলত তিনতলা। নিচ থেকে ক্রমশ ছোট হতে হতে এটি উপরের দিকে উঠে গেছে। একেবারে উপরের অংশটি গোলাকার এবং এর উপর ছোট গম্বুজ রয়েছে। স্থাপনাটির দক্ষিণ পাশে একটি ছোট প্রবেশপথের মত রয়েছে। অন্য কোন দিকে এর আর কোন প্রবেশপথ নেই। দক্ষিণদিকের প্রবেশপথের উপরেরদিক চিকন এবং বহু খাঁজ বিশিষ্ট আর্চ নকশা রয়েছে। দরজার উপরে একটি আয়তাকার প্যানেলরয়েছে। প্যানেলের বাউন্ডারী ফুল ও জ্যামিতিক নকশা দারা অলংকৃত। এছাড়া প্যানেলের ভেতর বিভিন্ন সাইজের ও ধরনের পাখির চিত্র দেখা যায়। দক্ষিণদিকের দ্বিতীয়তলার মাঝখানে একটি দরজার মত নকশা রয়েছে, যার মাঝখানে হয়ত একটি সুন্দর জ্যামিতিক নকশা ছিল, যা স্থাপনাটির উত্তরদিকের দেয়ালে স্পষ্ট। দরজার নকশার দুই পাশে দুইটি ময়ূরের প্রতিকৃতি আছে যার মাথা	ধর্মীয় স্থাপনা/তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ নামে পরিচিত)	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	ইসলাম গাঁথি তাজিয়া স্থাপনাটি আত্রাই নদীর শাখা নদী গুড় নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি অনন্য স্থাপনা। এই স্থাপনার সাথে অর্থাৎ তাজিয়াটির পূর্বদিকে লাগোয়া রয়েছে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মূলত মসজিদের পশ্চিমদিকের প্রাঙ্গণে এই তাজিয়াটি নির্মাণ করা হয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ইসলাম গাঁথি	বিশা	নঁওগা. আত্রাই.১১	ইসলাম গাঁথি তাজিয়া (মানচিত্র-১৬)	২৪°৩৫´০৩.৮´´ উত্তর ৮৯°০১´৪৭.৫´´ পূর্ব।	ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দরজার নকশার উপরে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা সম্বলিত একটি আয়তাকার প্যানেল। প্যানেলের মধ্যে রয়েছে একটি হাতি এবং তিনটি ঘোড়ার চিত্র, যার মধ্যে একটি ঘোড়ার চিত্র প্রায় অস্পষ্ট। দ্বিতীয়তলার পুরো অংশটি একটি বর্গাকার প্যানেলের মধ্যে রয়েছে। প্যানেলটি ফুল ও জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকৃত। তৃতীয়তলার নিচের অংশের অলংকরণও দ্বিতীয়তলার অলংকরণের অনুরূপ। শুধুমাত্র আয়তাকার প্যানেলে প্রাণির চিত্রের পরিবর্তে জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। এছাড়া উপরের দিকে কিছু মার্লন নকশা দেখা যায়। তৃতীয়তলার উপরের অংশ গোলাকার ধরণের। ছোট ছোট পিলার এবং পাশের আয়তাকার অংশ বসিয়ে গোলাকার করা হয়েছে এবং গোলাকার অংশের উপর টুপির মত একটি ছোট গম্বুজ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। উপরের পুরো অংশটিই জ্যামিতিক খাঁজ কাটা নকশা, ফুল, লতা ও পাতার নকশা দ্বারা অলংকৃত।	ধর্মীয় স্থাপনা/তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ নামে পরিচিত)	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	ইসলাম গাঁথি তাজিয়া স্থাপনাটি আত্রাই নদীর শাখা নদী গুড় নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি অনন্য স্থাপনা। এই স্থাপনার সাথে অর্থাৎ তাজিয়াটির পূর্বদিকে লাগোয়া রয়েছে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মূলত মসজিদের পশ্চিমদিকের প্রাঙ্গণে এই তাজিয়াটি নির্মাণ করা হয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ইসলাম গাঁথি	বিশা	নওগা. আত্রাই.১১	ইসলাম গাঁথি তাজিয়া (মানচিত্র-১৬)	২৪°৩৫´০৩.৮´´ উত্তর ৮৯°০১´৪৭.৫´´ পূর্ব।	স্থাপনাটির উত্তর পাশের দেয়ালের অলংকরণও প্রায় একই রকম। নিচতলায় কোন দরজা নেই তবে দুটি দরজার মতো নকশা রয়েছে। দ্বিতীয়তলার নকশাও একই রকম তবে এখানে দরজায় প্রতিকৃতির দুপাশে ময়ূরের পরিবর্তে হাঁসের মত দুটি পাখির চিত্র রয়েছে এবং আয়তাকার প্যানেলের দুপাশে দুটি মোরগ এবং মাঝখানে একটি বাজপাখির চিত্র ছিল। তৃতীয়তলার অলংকরণ দক্ষিণদিকের দেয়ালের তৃতীয়তলার অনুরূপ। স্থাপনাটির পশ্চিমদিকের দেয়ালের অলংকরণ পূর্বদিকেরদেয়ালের অলংকরণের অনুরূপ। প্রথম ও তৃতীয়তলায় কোন ধরণের পরিবর্তন নেই। শুধুমাত্র দ্বিতীয়তলায় কিছুটা পরিবর্তন রয়েছে। এখানে দরজার নকশার দুপাশে হাঁসের পরিবর্তে দুটো উটের চিত্র রয়েছে। এছাড়া আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে দুটি হাতি ও দুটি ঘোড়ার চিত্র রয়েছে। এখানে হাতি দুটি যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে । এই স্থাপনাটি অনেকটা ভগ্নপ্রায়।	ধর্মীয় স্থাপনা/তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ নামে পরিচিত)	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	ইসলাম গাঁথি তাজিয়া স্থাপনাটি আত্রাই নদীর শাখা নদী গুড় নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি অনন্য স্থাপনা। এই স্থাপনার সাথে অর্থাৎ তাজিয়াটির পূর্বদিকে লাগোয়া রয়েছে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মূলত মসজিদের পশ্চিমদিকের প্রাঙ্গণে এই তাজিয়াটি নির্মাণ করা হয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বাঁকা	পাঁচুপুর	নওগা. আত্রাই.১২	বাঁকা গ্রামে তাজিয়া-২ (মানচিত্র-১৭)	২৪°৩৭´৩৩.০´´ উত্তর ৮৯°০১´০১.২´´ পূর্ব।	স্থাপনাটি বর্গাকার এবং দেখতে তিনতলার মত দেখালেও মূলত দোতলা। নিচের ছাদ পর্যন্ত একতলা এবং উপরের দুইটি মিলে একতলা। উপরের দুইটি স্তরের মধ্যে কোন ছাদ নেই। নিচতলায় চারদিকে চারটি, দোতলার নিচের অংশে ৪টি এবং উপরের অংশে দুদিকে দুটি প্রবেশ পথের মত রয়েছে। স্থাপনাটিতে নিচ থেকে একেবারে উপর পর্যন্ত বিভিন্ন নকশা দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ফুল, লতা-পাতা, মার্লন নকশা, মার্লনের মধ্যে পাতার নকশা, ফুলের গাছ ও বিভিন্ন ধরণের জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। এছাড়া স্থাপনাটির গায়ে পাখির ছবিও দেখা যায়। স্থাপনাটির নিচের তুলনায় উপরাংশে অলংকরণ বেশী করা হয়েছে। স্থাপনাটির নিচতলার একেবারে উপরের দিকে প্রবেশ পথটির দুপাশে আরবি হরফে দুটি করে লাইন লেখা আছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ নামে পরিচিত)	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	অযত্ন ও অবহেলায় স্থাপনাটির চারদিক জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে। ইমারতটির উপরেও বিভিন্ন ধরণের গাছ জন্মানোর কারণে এর ক্ষতির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন গাছপালার শিকড়-বাকড় দ্বারা আচ্ছাদিত স্থাপনাটি দূর থেকে একটি ঝোপের মতো দেখায়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বাঁকা	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.১৩	বাঁকা গ্রামের তাজিয়া-১ (মানচিত্র-১৭)	২৪°৩৭´৩৯.৫´´ উত্তর ৮৯°০১´০১.৫´´ পূর্ব।	স্থাপনাটি ইট দিয়ে তৈরী এবং এর উচ্চতা ভুমি হইতে প্রায় ৩০ ফিট। এটি বাহ্যদৃশ্যে তিনতলা কিন্তু প্রকৃত দ্বিতল। নিচের তাকের পূর্ব ও পশ্চিম ধারের দৈর্ঘ্য ১০ ফিট এবং উত্তর ও দক্ষিণ ধারের পরিমান ৮ ফিট। ভিতরের ফুকারের দৈঘ্য ৫ ফিট, পতিসর ৩ ফিট। এই ভবনটিতে ফুল লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা বেশী দেখা যায়। স্থাপনাটির দ্বিতীয়তলার উপরের ও নিচে উভয় অংশই নিচেরতলার চেয়ে বেশী অলংকরণযুক্ত। বিশেষ করে দ্বিতীয়তলার নিচের অংশের চারটি ও উপরের অংশের চারটি দরজার মত অংশ বেশী অলংকৃত। দরজাগুলোতে বহু খাঁজ বিশিষ্ট নকশা দেখা যায়। এছাড়া দরজাগুলোর উপরে পাখি ও ঘোড়ার ছবি দেখা যায়। একেবারে উপরের অংশের ছাদ বাংলা দোচালা ঘরের মতো এবং চালার নিচের অংশ ফুল লতা-পাতা দ্বারা অলংকৃত।	ধর্মীয় স্থাপনা/তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ নামে পরিচিত)	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	এই স্থাপনাটির আশেপাশে নতুন নতুন বাড়িঘর তৈরী করার ফলে এর সৌন্দর্য্য অনেকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পারকাসুন্দা	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.১৪	পারকাসুন্দা তাজিয়া স্থাপনা (মানচিত্র-১৮)	২৪°৩৪´৪৩.০´´ উত্তর ৮৯°০০´০৬.৬´´ পূর্ব।	স্থাপনাটি ইট দিয়ে তৈরী। বর্গাকার এই স্থাপনাটির প্রত্যেক বাহু প্রায় ২ মিটার। স্থাপনাটির উপরের অংশ ভেঙ্গে গেছে। যতটুকু টিকে আছে এর উচ্চতা প্রায় ৩ মিটারের মতো। স্থাপনাটির চারপাশে একটি করে মোট চারটি দরজা মতো রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র দক্ষিণদিকের দরজাটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাকি তিনটি দরজা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় সহজে বোঝা যায় না। দরজার মধ্যে বহুখাঁজ বিশিষ্ট আর্চ নকশা দেখা যায়। দরজাটি খুব ছোট ১ মিটারের মতো উচ্চতা এবং চওড়া প্রায় ০.৬০ মিটার। পাতলা, চ্যাপ্টা ধরনের ইট দিয়ে স্থাপনাটি নির্মিত। গাঁথুনি তৈরীতে চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। স্থাপনাটিতে কোন নকশা ছিল কিনা এখন তা বোঝা যায় না।	ধর্মীয় স্থাপনা/তাজিয়া (স্থানীয়ভাবে মঠ নামে পরিচিত)	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	স্থাপনটি বর্তমানে পরিত্যক্ত ক্ষতিগ্রস্থ এবং জঙ্গলাকীর্ণ। স্থানীয়ভাবে এটি মঠ হিসেবে পরিচিত।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
তারাটিয়া	শাহগোলা	নঁওগা. আত্রাই.১৫	তারাটিয়া মাজার শরীফ (মানচিত্র-১৯)	২৪°৪০´০১.৬´´ উত্তর ৮৮°৫৭´৪১.৫´´ পূর্ব।	তারাটিয়া মাজার শরীফে বেশ কিছু পুরাতন কবর রয়েছে। কবরগুলো ইট দিয়ে বাঁধানো। মাজারের সাথে একটি গম্বুজ ওয়ালা ছোট মসজিদ ছিল। মসজিদটি প্রায় দশ বছর আগে ভেঙ্গে একই স্থানে বড় আকারে আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ না থাকলেও মসজিদের বেশকিছু অলংকৃত ইট এখনো আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়। ইটগুলোর মধ্যে, ফুল-লতা পাতার নকশা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের জ্যামিতিক ডিজাইন দেখা যায় এই মসজিদ ও মাজার শরীফ কে কখন নির্মাণ করেছিল তা কোথাও লেখা নেই বা এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এখানকার মাজারের গায়ে বর্গাকার একটি পোড়া মাটির পাতের মধ্যে আরবি লেখা সম্বলিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্গাকার পাতটির প্রত্যেক বাহুর পরিমান ৩৪ সে: মি:। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন রয়েছে। সেটি হলো একটি মুদ্রা। মুদ্রাটি কি উপাদান দিয়ে তৈরী তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে সম্ভবত তামার। মুদ্রাটির এক পিঠের মাঝখানে রয়েছে ৮টি খেজুর গাছ, খেজুর গাছের নিচে রয়েছে ফারসি লেখা উপরে রয়েছে অস্পস্ট কিছু চিহ্ন।	ধর্মীয় স্থাপনা/মাজার	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	পূর্বে এখানে যে পুরাতন মসজিদটি ছিল সেই মসজিদ সংলগ্ন বেশ কিছু কবর রয়েছে। ধারণা করা হয় এখানে কোন পীরের কবর আছে যিনি এই মসজিদ এবং মাদ্রাসাটি নির্মান করেন। প্রতি বছর এখানে ওরস হয়।

টেবিল : ৩

গবেষণা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক (ধরণ: মন্দির)

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বান্দাইখাড়া	হাটকালুপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.১৬	সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঢিবি (মানচিত্র-২০)	২৪°৪১´২৬.৩´´ উত্তর ৮৮°৫১´৪৫.৮´´ পূব	ঐতিহাসিক মন্দিরটি একটি উঁচু ঢিবির উপর নির্মিত। প্রাচীন কোন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষের উপর পরবর্তীতে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। মন্দিরটির নির্মাণ শৈলী বাংলার অন্যান্য মন্দির স্থাপত্য থেকে কিছুটা ভিন্ন। ইটদিয়ে তৈরী মন্দিরটি একটি উঁচু বেদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। ভিত্তি বেদীটির উচ্চতা প্রায় ১ মিটার। পাতলা ইট নির্মিত ভবনের মূল কাঠামো পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ৭ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রায় ৪.৫ মিটার এবং মূল কাঠামোটি ভুমি থেকে প্রায় ৬ মিটারের মত উঁচু। মন্দিরটির উত্তর পাশে প্রায় ১.৫ মিটার চওড়া একটা বারান্দা রয়েছে। ভবনটির মধ্যে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে, দুটি সামনের দিকে অর্থাৎ উত্তর পাশে এবং বাকি একটি পূর্ব পাশের দেয়ালে রয়েছে। প্রত্যেকটি দরজাই প্রায় ১.৫ মিটার উঁচু এবং প্রায় ০.৫ মিটার চওড়া। সামনের দিকের দুইটি দরজাই আয়তাকার প্যানেল নকশা দ্বারা অলংকৃত। এছাড়া দরজা বা প্রবেশ পথগুলোর উপরে বহুখাঁজ বিশিষ্ট নকশা দেখা যায়। পূর্ব পাশের প্রবেশ পথটির মধ্যেও একই ধরণের	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	উঁচু ঢিবিটির সময়কাল খ্রি. ৯ শতক-খ্রি. ১১ শতক এবং মন্দিরটির সময়কাল খ্রি. ১৮ শতক-খ্রি. ১৯ শতক	ঢিবিটি মূলত একটি স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি। পূর্বের স্থাপনাটি সম্পুন্নভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উক্ত ঢিবির উপর বর্তমান মন্দিরটি নির্মান করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্দিরটিও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বান্দাইখাড়া	হাটকালুপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.১৬	সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঢিবি (মানচিত্র-২০)	২৪°৪১´২৬.৩´´ উত্তর ৮৮°৫১´৪৫.৮´´ পূব	নকশা দেখা যায় তবে এই প্রবেশ পথটির উচ্চতা ১.৯০ মিটার এবং এটি চওড়া প্রায় ০.৯০ মিটার। ভবনটির দেয়ালগুলো প্রায় ১.২০ মিটার চওড়া । মন্দিরটির উপরের পাকা ছাদ বাংলার দোচালা ঘরের চালার অনুরূপ। পাশাপাশি দুটি চালা একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে ঘরের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের মধ্যভাগ উঁচু হলেও ছাদের উত্তর ও দক্ষিণ ধার ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। পুরো ভবটিই আয়তাকার প্যানেল নকশা দ্বারা অলকৃত। ভবটির গাঁথুনিতে মর্টার হিসেবে চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভিতর ও বাহির উভয় পাশেই চুন-সুরকির পাতলা পলেস্টার রয়েছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	উঁচু ঢিবিটির সময়কাল খ্রি. ৯ শতক-খ্রি. ১১ শতক এবং মন্দিরটির সময়কাল খ্রি. ১৮ শতক-খ্রি. ১৯ শতক	ঢিবিটি মূলত একটি স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি। পূর্বের স্থাপনাটি সম্পূন্নভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উক্ত ঢিবির উপর বর্তমান মন্দিরটি নির্মান করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্দিরটিও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বান্দাইখাড়া	হাটকালুপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.১৬	সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঢিবি (মানচিত্র-২০)	২৪°৪১´২৬.৩´´ উত্তর ৮৮°৫১´৪৫.৮´´ পূব	বাইরের দিক থেকে দেখতে এককক্ষ বিশিষ্ট ভবন মনে হলেও ভিতরে দুটি কক্ষের মতো রয়েছে। ভিতরের দিকে ছাদ গোলাকার ধরনের দুটি কক্ষে দুটি গোলাকার গম্বুজের মতো ছাদ স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মাণ করা মন্দিরটি যে উঁচু ঢিবির উপর নির্মাণ করা হয়েছে সেটি আরো পুরাতন একটি ঢিবি। ঢিবির মধ্যে প্রাচীন স্থাপনার অনেক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটি স্থানে প্রাচীন স্থাপনার দেয়াল উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া পুরো টিবির মধ্যে প্রচুর পরিমানে ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের টুকরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। টিবির মধ্যে প্রচুর পরিমানে ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের টুকরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	উঁচু ঢিবিটির সময়কাল খ্রি. ৯ শতক-খ্রি. ১১ শতক এবং মন্দিরটির সময়কাল খ্রি. ১৮ শতক-খ্রি. ১৯ শতক	ঢিবিটি মূলত একটি স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্বলিত ঢিবি। পূর্বের স্থাপনাটি সম্পূন্নভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উক্ত ঢিবির উপর বর্তমান মন্দিরটি নির্মান করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্দিরটিও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
রামচন্দ্রপুর	আহসানগঞ্জ	নঁওগা. আত্রাই.১৭	থইপাড়া মন্দির (মানচিত্র-২১)	২৪°৩৫´৩৫.১´´ উত্তর ৮৮°৫৮´২২.৯´´ পূর্ব।	মন্দিরটি অষ্টভূজাকৃতির এবং প্রত্যেক বাহুর পরিমান ১.৮০ মিটার। পাতলা চ্যাপ্টা ধরণের ইট ও চুন সুরকি দিয়ে মন্দিরের গাঁথুনি করা হয়েছে এর উচ্চতা প্রায় আট মিটারের মতো হতে পারে। বাইরে থেকে দেখলে তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। প্রথমে আটটি বাহু উপরে উঠে গেছে, উপরের দিকে প্রত্যেকটা বাহুর দুই পাশ সামান্য বাঁকানো। এরপর প্রত্যেক বাহু থেকে গোলাকার ভাবে ইট উপরে উঠে গেছে তারপর একটি চূড়া নির্মাণ করা হয়েছে এবং চূড়ার উপরে রয়েছে একটি লম্বা রড়, এই লোহার বড় ধর্মপতাকা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের আটটি বাহুর মধ্যে একেবারে পশ্চিম দিকের বাহুর মধ্যে একটি প্রবেশপথ রয়েছে অন্য আরেকটি প্রবেশ পথ রয়েছে দক্ষিণদিকের বাহুতে। দুইটি প্রবেশ পথই চিকন ও লম্বা ধরনের, প্রত্যেকটিই প্রায় ০.৭০ সেঃ মিঃ চওড়া এবং উচ্চতা প্রায় ২ মিটার। মন্দিরের গায়ে চুন-সুরকির পলেষ্টার দেখতে পাওয়া যায়।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
রামচন্দ্রপুর	আহসানগঞ্জ	নঁওগা. আত্রাই.১৭	থইপাড়া মন্দির (মানচিত্র-২১)	২৪°৩৫´৩৫.১´´ উত্তর ৮৮°৫৮´২২.৯´´ পূর্ব।	স্থাপনাটির প্রত্যেক বাহুর উপরের দিকে খাজ বিশিষ্ট আর্চ নকশা দেখা যায় এবং কেন্দ্রিয় খাঁজের উপরে একটি ছোট গাছ বা ফুলের ছবি দেখা যায়। এছাড়া দেয়ালের মধ্যে ইট কখনো গোলাকার ও খাঁড়া ভাবে বসিয়ে নকশা করা হয়েছে। স্থাপনাটিতে বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক ডিজাইনসহ ফুল লতাপাতার নক্শা দেখা যায়। মন্দিরের উপরের ছাদ অনেকটা গোলাকার গম্বুজের মতো। গোলাকার ছাদের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে একটি গোলাকার ফুলের নকশা। মন্দিরের ভিতরে আর অন্য কোন ধরনের নকশা নেই। যে দুটি বাহুতে প্রবেশ পথ রয়েছে, সে দুটি ছাড়া অন্য ছয় বাহুতে রয়েছে একটি কওে বদ্ধ কুলঙ্গি, কুলঙ্গিগুলো আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে আর্চ নকশাকৃত।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
বান্দাইখাড়া	হাটকালুপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.১৮	শাহপাড়া বিষ্ণু মূর্তি (মানচিত্র-২২)	২৪°৪১´২৭.১৭´´ উত্তর ৮৮°৫২´২.৬৬´´ পূব	প্রতিমাটি মূলত বিষ্ণু দেবতার। প্রতিমাটি কালো ব্লাক ব্যসাল্ট পাথরের তৈরী। বিষ্ণু প্রতিমাটি রয়েছে সেটি মূলত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঢিবিতে ছিল। বিষ্ণু প্রতিমাটির উচ্চতা প্রায় ১.৫ মিটার এবং চওড়া প্রায় ১ মিটারের মতো। প্রতিমাটি অনেক বেশী অলংকৃত। যেহেতু প্রতিমার চারটি হাতেই ভেঙ্গে গিয়েছিল সেহেতু চারহাতের যে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা থাকে সেগুলো এখানে অনুপস্থিত। তবে স্টেলায় গদার অংশ বিশেষ দেখা যায়। প্রতিমাটির গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা বনমালা দেখা যায়। প্রতিমাটির ডানদিকে রয়েছে লক্ষী ও বামদিকে রয়েছে বীণাবাদনরত স্বরস্বতী দন্ডায়মান।	মূর্তি	খ্রি. ৯ম শতক-খ্রি. ১১ শতক	মূর্তিটি বর্তমানে শাহপাড়ায় একটি নবনির্মিত মন্দিরে আছে। প্রতিমাটির এখনো পূজা করা হয়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পাইকর	হাটকালুপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.১৯	ভট্টবাড়ী মন্দির (মানচিত্র-২৩)	২৪°৩৯´০০.৮´´ উত্তর ৮৮°৫২´৩৫.২৩´´ পূর্ব।	প্রাচীন মন্দিরটি বর্তমানে আর টিকে নেই। প্রাচীন মন্দিরের নমুনা স্বরূপ শুধুমাত্র একটি দেয়ালের অংশ এখন পর্যন্ত কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র দেয়ালটি ছাড়া সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে ইট ও ইটের টুকরা দেখতে পাওয়া যায়। চুন-সুরকি নির্মিত দেয়ালে যে ইটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে গেুলো বেশ পাতলা ধরনের প্রায় ৪ সেঃ মিঃ পুরু। যে দেয়ালটি এখানো টিকে আছে সেটি পূর্ব-পশ্চিম বরাবর এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ মিটারের মতো এবং উচ্চতা প্রায় ৩ মিটারের মতো। দেয়ালটি প্রায় ৬০ সেঃ মিঃ এর মতো চওড়া। দেয়ালটির উপরে হালকা পলেষ্টার ছিল। পূর্বে যে অংশ জুড়ে মন্দিরটি ছিল এখনো ঐ স্থানে মন্দিরটির দেয়ালের অংশ দেখা যায়।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	বর্তমানে এখানে কোন পূজা অনুষ্ঠিত হয় না।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
মিঠুনিয়া	ভোঁপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.২০	নতুনপাড়া পুরাতন মন্দির (মানচিত্র-২৪)	২৪°৩৯´৫৩.৭´´ উত্তর ৮৮°৫৯ ১০.৬´´ পূব	মন্দিরটি বর্গাকার কাঠামো বিশিষ্ট হলেও উপরেরদিকে ক্রমশ সরু হয়ে চূড়ার সৃষ্টি করেছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে একটি এবং পশ্চিমদিকে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। দক্ষিণ দিকেরটি প্রধান প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথগুলো কয়েকটি আয়তাকার প্যানেল নকশা দ্বারা আবদ্ধ। তবে প্যানেলগুলোর উপরের দিক সামান্য বাঁকানো। প্রবেশ পথটির উরের দিকে প্যানেলের মধ্যে ছোট ছোট খোপ রয়েছে। খোপগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে মানুষের চিত্র রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু প্যনেলে ফুল,লতানো গাছ, পাখি ইত্যাদির চিত্রও রয়েছে। মন্দিরের চারকোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে যেগুলোতে ব্যান্ড নকশা দেখা যায়। পশ্চিমদিকের প্রবেশ পথটির চারদিকে গোলাকার আর্চ দ্বারা নকশা করা হয়েছে। উত্তর ও পূর্বদিকের দেয়ালে কোন নকশা নেই। মন্দিরটির ভিতরের দিকের পারিমান ১.৮০ x ১.৮০ বর্গমিটার। উত্তর ও পূর্ব দেয়ালে একটি করে কুলঙ্গি রয়েছে। মন্দিরটির ডোম ভিতরের দিকে গোলাকার এবং কেন্দ্রে একটি ফুলের নকশা রয়েছে। মন্দিরের ভিতরের দিকে পাতলা চুন ও সুরকির পলেস্টার রয়েছে। মন্দিরের দেয়াল প্রায় ১ মিটার চওড়া।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
মিঠুনিয়া	ভোঁপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.২১	স্যানাল পাড়া প্রত্ন-অবশেষ (মানচিত্র-২৫)	২৪°৩৯´৪৬.০´´ উত্তর ৮৮°৫৯ ০৪.২´´ পূর্ব	স্যনাল পাড়া প্রত্নস্থানটিতে এখন কোন স্থাপনা নেই। তবে স্থানটিতে প্রাচীন স্থাপনার চিহ্ন স্বরূপ একটি দেয়ালের ভিত্তির অংশবিশেষ এখনো রয়েছে। এছাড়া পুরাতন স্থাপনায় ব্যবহৃত ইট স্থানটির আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে নতুন করে আরেকটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন মন্দিরের সামনের একটি বাড়ির বাইরের দেয়াল পুরাতন মন্দিরের ইট দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে।	ধর্মীয় স্থাপনা/ মন্দির	খ্রি. ১৫শতক-খ্রি. ১৬ শতক	মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

টেবিল : ৪

গবেষণা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক (ধরণ: সেক্যুলার কাঠামো)

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পতিসর	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.২২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিসর কুঠিবাড়ী (মানচিত্র-২৬)	২৪°৩৭´০০.০৬´´ উত্তর ৮৯°০৫´২১.৯৬´´ পূব	স্থাপনাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি বা কাচারী বাড়ি হিসেবে পরিচিত। নাগর নদী ও কাচারী বাড়ির অবস্থানের মাঝখানে রয়েছে উন্মুক্ত খোলা মাঠ। কাচারী বাড়িতে প্রবেশের জন্য রয়েছে বিশাল সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের দুপাশে রয়েছে দুটি লম্বা গোলকার পিলার, প্রত্যেক পিলারের শীর্ষে রয়েছে ৪টি করে মানুষের মাথার প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতির উপরেই প্রবেশদ্বারের ছাদ বসানে রয়েছে। ছাদের উপরে রয়েছে দুটি সিংহের প্রতিকৃতি। সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেই ছোট একটি খোলা চত্ত্বর। কবি এখানে বসেই বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন এবং তার প্রজাদের কথা শুনতেন। একতলা রবীন্দ্র কুঠি বাড়িতে এগারটির মতো কক্ষ রয়েছে।	বসতবাড়ি	১৯ শতক	১৯৯০ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই বাড়িটি নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাপে বাড়িটি সংস্কার করে কবিগুরুর স্মৃতিকে ধরে রাখতে প্রতিষ্ঠা করা হয় জাদুঘর।
পতিসর	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.২২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিসর কুঠিবাড়ী (মানচিত্র-২৬)	২৪°৩৭´০০.০৬´´ উত্তর ৮৯°০৫´২১.৯৬´´ পূব	পশ্চিম পাশে ও পূর্ব পাশে ৪টি করে কক্ষ রয়েছে। উত্তর পাশে রয়েছে একটিমাত্র কক্ষ। কক্ষটি বেশ লম্বা ও বড়। এছাড়া দক্ষিণ দিকে সিংহদ্বারের প্রতি পাশে রয়েছে একটি করে দুটি কক্ষ। প্রায় প্রতিটি কক্ষে একের অধিক দরজা ও জানালা আছে। জানালাগুলোও দরজার মত উঁচু। ঘরগুলো একটি উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত এবং সামনে দিয়ে রয়েছে টানা বারান্দা। বারান্দায় ওঠার জন্য শুধুমাত্র উত্তর দিকে একটি লম্বা সিঁড়ি রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে বাড়ির ছাদে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি রয়েছে। ছাদের উপরে একটি সিঁড়ি ঘরও আছে।	বসতবাড়ি	১৯ শতক	১৯৯০ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এইবাড়িটি নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাপে বাড়িটি সংস্কার করে কবিগুরুর স্মৃতিকে ধরে রাখতে প্রতিষ্ঠা করা হয় জাদুঘর।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ভবানীপুর	শাহাগোলা	নঁওগা. আত্রাই. ২৩	ভবানীপুর জমিদার বাড়ি (মানচিত্র-২৭)	২৪°৩৯´১০.౦´´ উত্তর এবং ৮৮°৫৬´৪০.৬´´ পূব	ব্রিটিশ সময়ে নির্মিত। ভবনটির বেশিরভাগ অংশই এখন পরিত্যক্ত। স্থানীয়ভাবে এটি মির্জাপুর জমিদার বাড়ী বা বাবুদের বাড়ী নামেও পরিচিত। জমিদার বাড়ির একেবারে উত্তরে ছিল সদর দরজা। এখন সদর দরজা ভেঙ্গে গেছে। দরজার পাশে ছিল পাহাড়াদারদের জন্য দুদিকে দুটি দোতালা কক্ষ। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেই (৩০ x ২০ বর্গমিটারের) একটি চত্তর। চত্তরের ডানদিকে একটি ভবন, যা ছোট তরফের বৈঠকখানা এবং বামদিকে একটি ভবন, যা জমিদারের বৈঠকখানা মূল ভবনটি ছিল দোতালা, চতুর্ভূজ আকৃতির ভবনের মাঝখানে একটি খোলা প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চারপাশে ঘর। উপর ও নিচতলা উভয় তলাতে সামনের দিকে ছিল টানা বারান্দা কেন্দ্রীয় মূল ভবনের বেশীর ভাগ অংশই এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। শুধুমাত্র প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের অংশটি এখনো টিকে আছে। মূল ভবনের সামনের দিকে পাঁচটি প্রবেশ পথসহ একটি বারান্দা আছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয়টি বড় এবং উপরের আর্চে ডিজাইন আছে।	বসতবাড়ি	১৯ শতক	স্থাপনাটির বেশিরভাগ অংশই বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কিছু অংশ সংস্কার করে মানুষজন বসবাস করে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ভবানীপুর	শাহাগোলা	নঁওগা. আত্রাই.২৩	ভবানীপুর জমিদার বাড়ি (মানচিত্র-২৭)	২৪°৩৯´১০.౦´´ উত্তর এবং ৮৮°৫৬´৪০.৬´´ পূব	ছোট ভাইয়ের জন্য আলাদা ভবন ছিল। এটি মূল ভবনের বাম পাশে ছিল। এর সামনের অংশ দোতলা ছিল এবং ভিতরের একটি পাশ দোতলা ছিল এবং অপর পাশ একতাল ছিল। জমিদার বাড়িটির মধ্যে তিনটি মন্দির আছে। একটি সদর দরজা দিযে প্রবেশ করে মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে। এটি মূলত ছিল দূর্গা মন্দির। আরেকটি মন্দির হলো গোপীনাথ মন্দির। তৃতীয় মন্দিরটি হলো বাসন্তী মন্দির। এটি মূল ভবনে রয়েছে মূলত এই মন্দিরটি ঘরের ভিতর ছিল। কেন্দ্রীয় বা মূল ভবনের পশ্চিমে আরেকটি ভবন বা বাড়ি রয়েছে। এই বাড়িটি ছোট তরফের বাড়ির অনুরূপ। এই বাড়িতে জমিদারের নায়েব বা উর্দ্ধতন কেউ বাস করত।	বসতবাড়ি	১৯ শতক	স্থাপনাটির বেশিরভাগ অংশই বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কিছু অংশ সংস্কার করে মানুষজন বসবাস করে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পাঁচুপুর	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.২৪	বাবুপাড়া জমিদার বাড়ি (মানচিত্র-২৮)	২৪°৩৭´০২.৭´´ উত্তর ৮৯°০০´০৭.৯´´ পূব	বাবুপাড়ায় প্রায় ১০/১২ টির মত পুরাতন বাড়ি রয়েছে এবং পুরাতন বাড়িগুলোর স্টাইল প্রায় একই রকম। পুরাতন বাড়িগুলোর বেশীরভাগই দ্বিতল ধরনের মূল জমিদার বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই একটি দূর্গা মন্দির রয়েছে। মন্দির ও মন্ডপের পশ্চিমে রয়েছে জমিদারদের আদিবাড়ি। মাঝখানে একটি চত্তরকে কেন্দ্র করে চারদিকে সারি সারি ঘর। এই বাড়িতে প্রবেশের দুইটি পথ রয়েছে একটি পূর্বদিকে এবং অন্যটি পশ্চিমদিকে। পুরো বাড়িটি চুন-সুরকি নির্মিত এবং দেয়ালের উপর চুন-সুড়কির পাতলা পলেস্টার রয়েছে। মন্ডপের দক্ষিণদিকে রয়েছে একটি দ্বিতল বাড়ি। এই বাড়িতেই পরবর্তীতে জমিদার তার পরিবার নিয়ে বসবাস করত। বাড়ির একটি প্রবেশ পথ ছিল মন্ডপের দিকে। এই প্রবেশ পথটির উপরিভাগ রঙিনভাবে অলংকৃত।	বসতবাড়ি	১৯ শতক	বাড়িগুলো ব্রিটিশ স্টাইলে নির্মিত। তবে অলংকরনের দিক থেকে দেশীয় স্টাইল ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়ে থকে পাঁচুপুর ব্রিটিশ সময়ে একটি থানা শহর ছিল অর্থাৎ অত্র অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এই স্থান।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভূক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ব্রজপুর	আহসানগঞ্জ	নঁওগা. আত্রাই.২৫	ব্রজপুর রাজবাড়ি ভিটা (মানচিত্র-২৯)	২৪°৩৬´০৫.৪´´ উত্তর ৮৮°৫৬৩৩.২´´ পূর্ব।	ব্রজপুর রাজবাড়ি বর্তমানে একটি সমতল ভূমি। প্রত্নস্থানটি বর্তমানে সমতল ভূমি হলেও পুরো স্থানটি আশেপাশের কৃষি ভুমির তুলনায় .৫ ও ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু। স্থানটির উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রায় ২০০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিম বরাবর প্রায় ১৫০ মিটার প্রত্নস্থানটির উপরে কয়েকটি বাড়ি ও একটি বড় আম বাগান করা হয়েছে। স্থানটিতে যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রচুর পরিমানে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়। ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে বেশ ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া প্রত্নস্থানটিতে ইটের টুকরাও দেখতে পাওয়া যায়।	বসতবাড়ি		বর্তমানে স্থানটিতে একটি আমবাগান করা হয়েছে এবং কিছু অংশ দখল করে লোকজন বাড়িঘর নির্মাণ করেছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
সাং হবগঞ্জ	আহসানগঞ্জ	নওঁগা. আত্রাই.২৬	আহসানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনভবন (মানচিত্র-৩০)	২৪°৩৬´৫২.৩৬´´ উত্তর ৮৮°৫৮´৩১.১৪´´ পূব	আয়তাকার স্টেশন ভবনটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বা। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মিটার এবং প্রস্থ প্রায় ১২ মিটারের মত। একতলা এ ভবনে মোট ৪টি বড় কক্ষ, যেগুলোর ভিতর আবার পার্টিশন দিয়ে ছোট কক্ষ বানানো হয়েছে। ভবনের সামনের অংশে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে এবং ভবনের দক্ষিণ দিকে টানা বারান্দা রয়েছে এবং বারান্দায় উঠার জন্য রয়েছে ১৩টির মত প্রবেশ পথ। পুরো ভবনটি একটি অনুচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত। ভবনটির ছাদ নির্মাণে লোহা ও কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনটির দরজা ও জানালাগুলোও বেশ পুরানো সম্ভবত ব্রিটিশ সময়ে বানানো।	রেলওয়ে স্টেশনভবন	১৯ শতক	ভবনটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
সাহেবগঞ্জ	আহসানগঞ্জ	নওঁগা. আত্রাই. ২৭	আত্রাই রেলওয়ে ব্রিজ (মানচিত্র-৩১)	২৪°৩৬´৪২.৫৫´´ উত্তর ৮৮°৫৮´২৮.৯৫´´ পূর্ব।	আত্রাই নদীর উপর নির্মিত এই রেল সেতুটি ব্রিটিশ সময়ের। সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ মিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৭ মিটার। সেতুটি তিনটি ইস্পাত কাঠামো ভিত্তিক স্প্যান নিয়ে গঠিত হয়েছে, যার প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মিটার। সেতুর মধ্যে ৪২টি সেতুধারক স্তম্ভ রয়েছে, যা কনক্রিট দিয়ে তৈরী,	রেলওয়ে ব্রীজ	১৯ শতক	বর্তমানেও ব্রীজটি ব্যবহৃত হচ্ছে।
দিঘীরপাড়	ভোঁপাড়া	নওঁগা. আত্রাই.২৮	দিঘীর পাড় ইদারা (মানচিত্র-৩২)	২৪°৩৭´৫১.৯´´ উত্তর ৮৯°০৩´৩৮.২´´ পূব	গোলাকার ইদারাটি ইট নির্মিত। এর ব্যাস ব্যয় ২৫০ সেঃমিঃ এবং এর দেয়াল প্রায় ৪২ সেঃমিঃ চওড়া। ইদারাটি পলেস্টার করা এবং ইদারার নিচে নামার জন্য লোহার হাতল দেয়ালের সাথে যুক্ত। ইদারার মধ্যে বর্তমানেও পানি রয়েছে, তবে বর্তমানে ইদারার পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। লোকজন এখানে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা ফেলে।	ইদারা	১৮ শতক- ১৯ শতক	ইদারাটি এখন পরিত্যক্ত।

টেবিল : ৬

গবেষণা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক (ধরণ: মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের বিন্যাস ও অন্যান্য প্রত্ন-অবশেষ।)

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
আটগ্রাম	কালিকাপুর	নঁওগা. আত্রাই.২৯	আটগ্রাম প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ (মানচিত্র-৩৩)	২৪°৪০´০৭.৮´´ উত্তর ৮৮°৫৫´১৩.০´´ পূব	আটগ্রামে যে জমিদার বাড়ি ছিল তা এখন আর নেই, পুরো বাড়িটি এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। শুধুমাত্র কয়েকটি স্থানে পুরানো স্থানাটির নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। জমিদার বাড়িটি যেখানে ছিল সেখানে একটি মাত্র দেয়াল এখনো টিকে আছে। সম্ভবত বাইরের কোন দেয়ালের অংশ, তবে দেয়ালের ইট, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এটি ব্রিটিশ সময়ে নির্মিত কোন বাড়ি ছিল। পুরো আটগ্রাম এলাকা জুড়ে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা। নদীর ধারে কয়েকটি সেকশনে লক্ষ্য করলে অনেক মোটা স্তর জুড়ে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।	বসতবাড়ী	১৮ শতক - ১৯ শতক	আটগ্রামে বর্তমানে তেমন কোন নিদর্শন নেই। স্থানীয়ভাবে এলাকাটি আটগ্রাম জমিদার বাড়ি বলেও পরিচিত।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
পাইকর	হাটকালুপাড়া	নঁওগা. আত্রাই.৩০	মঠের পুকুর স্থাপত্যিক অবশেষ (মানচিত্র-৩৪)	২৪°৩৯´০৮.১´´ উত্তর এবং ৮৮°৫২´৩৯.০´´	মঠ পুকুর স্থাপত্যিক অবশেষটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমানে সেখানে পাতলা ধরনের, ইটের চাঁঙ, ইটের দেয়ালের অংশবিশেষ, কোথাও কোথাও ছিন্নভিন্ন মেঝের অংশবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার ইটগুলো পাতলা ধরণের প্রায় ৫ সেঃ মিঃ পুরু। আয়তাকার ও বর্গাকার ভগ্ন বিভিন্ন ধরনের ইট দেখতে পাওয়া যায়। ইটের গাঁথুনি তৈরীতে চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। মঠ স্থাপনাটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর অনেকেই এখান থেকে ইট নিয়ে গেছে। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে গোয়াল ঘরে, বৃষ্টির পানি পড়ার স্থানে দেয়ালের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে।	প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ		মঠ পুকুর হলো পুকুর পাড়ে নির্মিত একটি মঠ বা মন্দির। এই মঠ এর নামানুসারে পুকুরটির নামকরণ করা হয় মঠ পুকুর।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
আটগ্রাম	কালিকাপুর	নঁওগা. আত্রাই.৩১	আটগ্রাম অজানা স্থাপনা (মানচিত্র-৩৫)	২৪°৪০´২৭.৩´´ উত্তর ৮৮°৫৫ ´১২.০´´ পূব	অজানা স্থাপনাটি আসলে কি ছিল সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও স্থানীয় লোকজন স্থানটিকে মসজিদ তলা হিসেবে জানে। যদিও কেউ এখানে নামাজ পড়তে দেখেননি স্থাপনার যতটুকু টিকে আছে সেটি দেখতে বর্গাকার এর প্রত্যেক বাহু প্রায় ১.৮ মিটার এবং এর উচ্চতা প্রায় ১.৫ মিটারের মতো। স্থাপনাটির পূর্ব পাশে ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া একটি স্থান আছে। স্থাপনাটিতে চুন-সুরকি গাঁথুনি তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া স্থাপনাটির মধ্যে পাতলা ধরনের পলেস্টার দেখা যায়। স্থাপনাটিতে ব্যবহৃত ইটগুলো পাতলা ও চ্যাপ্টা ধরণের পুরুত্ব প্রায় ৬ সেঃ মিঃ । স্থাপনাটির দক্ষিণ দিকে একটি ইটের দেয়ালের অংশবিশেষ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। দেয়ালটি প্রায় ৭০ সেঃ মিঃ চওড়া। দেয়ালটি সম্ভবত স্থাপনাটির দক্ষিণ দিকের কোন দেয়াল হবে।	প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ		স্থাপনাটি যেখানে রয়েছে সেই স্থানটি অন্যান্য জমির তুলনায় সামান্য উঁচু। উঁচু অংশটি গোলকার ধরনের এবং পুরো অংশটি ছোট বড় গাছপালা পরিপূর্ণ। দূর থেকে দেখলে স্থানটি সহজেই চেনা যায়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
সরদার পাড়া	পাঁচুপুর	নঁওগা. আত্রাই.৩২	সরদার পাড়া স্থাপত্যিক অবশেষ (মানচিত্র-৩৬)	২৪°৩৬´২৫.৫´´ উত্তর ৮৮°৫৯০ ´০০.৫´´ পূর্ব।	সরদার পাড়ায় যে স্থাপত্যিক অবশেষ রয়েছে তা মূলত একটি পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাশেষ। সরদার পাড়ায় একটি ছোট তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ছিল। প্রাচীন এ মসজিদটি ৫/৬ বছর আগে ভেঙ্গে ঐ স্থানে বর্তমানে আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে পুরাতন মসজিদের কিছু ধ্বংসাবেশেষ এখনো নতুন মসজিদের পিছনে অর্থাৎ পশ্চিম পাশে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতন মসজিদের একটি দেয়ালের অংশ বিশেষ এখনো দৃশ্যমান অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া পুরাতন মসজিদে ব্যবহৃত ইট এখানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ		পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে একই স্থানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।
জাত আমরুল	আহসানগঞ্জ	নঁওগা. আত্রাই.৩৩	মঠের পুকুর প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ (মানচিত্র-৩৭)	২৪°৩৫´৪০.০´´ উত্তর ৮৮°৫৮´০৬.১´´ পূব	বর্তমানে পুকুরের পূর্ব পাড়ে কোন মঠ নেই বা প্রাচীন স্থাপনার কোন চিহ্নও সেখানে দেখা যায় না। তবে পূর্ব পাড়ের ঠিক মাঝ বরাবর স্থানটি অন্যান্য অংশের চেয়ে কিছুটা বেশী উঁচু এবং বাইরের দিকে অর্থাৎ পূর্ব পাশে উদগত বা বাড়ানো। এখানে প্রাপ্ত ইটগুলো পাতলা ধরনের, পুরুত্ব প্রায় ৪ সে.মি. দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬ সে.মি. এবং প্রস্থ প্রায় ১০/১২ সে.মি.।	প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ		যখন পুকুরের পানি প্রায় শুকিয়ে যায় তখন পুকুরের চারপাড়ে চারটি ইট নির্মিত ঘাটের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

মৌজা	ইউনিয়ন	নথিভুক্তকরণ কোড ও নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকের (Record) নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	বর্ননা	ধরণ	সম্ভাব্য সময়কাল	মন্তব্য
ইসলাম গাঁথি	বিশা	নঁওগা. আত্রাই.৩৪	ইসলাম গাঁথি জমিদার বাড়ি (মানচিত্র-৩৮)	২৪°৩৫´৩০.০´´ উত্তর ৮৯°০১´৩৭.৯´´ পূর্ব	সেখানে মাটির উপরে কয়েকটি ইটের স্থাপনার অংশবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার দেয়ালগুলো ৭০/৮০ সে.মি. এর মত চওড়া। তবে এখানে যে একাধিক স্থাপনা ছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। মাটিতে দেয়ালের চিহ্নগুলো স্পষ্ট। এই স্থানটিতেও দুটি পিলারের নিচের অংশ দেখা যায় পূর্ব পাশের দেয়াল সংলগ্ন আরেক পুরাতন স্থাপনার দেয়াল দেখতে পাওয়া যায়। এই দেয়ালটি প্রায় ৬ মিটার দীর্ঘ এবং উচ্চতা প্রায় ২ মিটারের মতো। এই দেয়ালটি মূলত একটি মনিদরের দেয়াল। জমিদার বাড়ির এ সকল স্থাপত্যিক নিদর্শনের পাশাপাশি পুরো এলাকায় প্রচুর পরিমানে মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া যায়।	প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ	বাড়ির দুটির ঘর ব্রিটিশ সময়ের।	১৮ শতক-১৯শতক